এ ম্যাটার অব প্রিন্সিপাল

আমার পয়সায় কেনা মদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে জর্জ বলল, 'শুধু আমার আদর্শের কারণে আজ আমি দরিদ্র মানুষ।'

এরপর প্রায় নাভির কাছ থেকে টেনে আনা এক দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'সত্যি ?' বললাম আমি, 'আমার মনে হয় তোমার পোষা ভূত সেই অ্যাজাজেলকে দিয়ে অলৌকিক উপায়ে তুমি আদর্শবান লোকে পরিণত হয়েছ, এই মিনিট দু'য়েক আগে থেকে। এর আগে তো এই গুণ কোনোদিন তোমার মধ্যে দেখিনি।'

জর্জ আমার দিকে তাকাল, অ্যাজাজেল হচ্ছে তার পোষা দুই সেন্টিমিটার লম্বা ভূত, যার কি না অনেক জাদুর শক্তি আছে। জর্জ-ই নাকি শুধুমাত্র তার সাথে দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ করতে পারে।

সে বলল, 'আমি বুঝতে পারছি না তুমি অ্যাজাজেলের নাম জানলে কিভাবে ?'

'সেটা আমার কাছেও রহস্য।' কৌতুক করে বললাম আমি, 'যদি না এই গতকয়েকদিন তুমি একটানা এই অ্যাজাজেল ছাড়া অন্য কারো কপি করতে।'

'কী বলছ উল্টাপাল্টা', বলল জর্জ, 'আমি তার কথা তোমাকে কখনোই বলিনি।'

জর্জ একটু পরেই তার গল্প শুরু করল। বলে চলল, 'গটলিব মানুষটিও ছিল খুব আদর্শবান, সে ছিল পেশায় অ্যাডভার্টাইজিং কপিরাইটার। কিন্তু, আদর্শের জন্য সে অনেক উপরের স্তরের মনমানসিকতার অধিকারী ছিল।'

www.banglainternet.com

প্রায়ই সে আমাকে বলত, 'জর্জ, আমার চাকরিটা অত্যন্ত খারাপ প্রকৃতির। প্রতি মুহূর্তেই বুঝতে পারছি যে, মানুষের যা দরকার নেই তাই জোর করে বিক্রি করে চলেছি। এই তো কয়েকদিন আগেই এক রকম মশা নিরোধক বিক্রি করলাম। বাজারে ছাড়ার আগে পরীক্ষায় দেখা গেল ওই মশা নিরোধক যন্ত্র, যার কি না সুপারসনিক শব্দ তরঙ্গের সাহায্যে মশাদের ভাগিয়ে দেয়ার কথা, উল্টো মশাদের আকর্ষণ করছে। দেখা গেল ওই শব্দ মশাদের উৎফুল্ল করে তুলছে আর তারা মাইল কয়েক দূর থেকে এসে এটার চারপাশে জড়ো হচ্ছে। তবুও যন্ত্রটা বাজারে ছাড়া হল, আমি সেগুলো বিক্রি হওয়ার উদ্দেশে যাবতীয় চেষ্টা চালালাম।'

গটলিব এক হাতে মুখ ঢেকে ফেলল, কারণ অন্য হাতে সে আলুভাজা খাচ্ছিল। 'আমি এই লজ্জা নিয়েই বসবাস করছি। আজ হোক বা কাল, এই চাকরি আমাকে ছাড়তেই হবে। আমার আদর্শকে আঘাত করছে এই চাকরি এবং আমি একজন আদর্শবান লোক।'

আমি বললাম, 'এই চাকরি করে তুমি বছরে পঞ্চাশ হাজার কামাচ্ছ, গটলিব, তাছাড়া তোমার যুবতী স্ত্রী ও শিশু সন্তাটিকে ভরণপোষণের দায়িত্বও তো তোমার।'

'টাকা', রেগে গিয়ে বলে উঠল গটলিব, 'ফালতু! মানুষের আত্মাকে কিনে নেয় টাকা নামক এই বাজে জিনিস। এর প্রভাবকে আমার ভেতর থেকে উপড়ে ফেলে দেব আমি, এর সাথে আমার আর কোনো লেনদেন নেই।'

'কিন্তু গটলিব, তুমি নিশ্চয়ই এমন কিছু করে বসবে না, বেতনটা নিশ্চয়ই তোমার দরকার নেই, তাই নয় কি?'

স্বীকার করছি যে এক মুহূর্তের জন্য আমার চিন্তায় ভেসে উঠল কপর্দকশূন্য গটলিবের কথা, যে কি না আমাকে নিয়ে আর এভাবে মজার মজার খাওয়ার আসর বসাতে পারবে না।

'তা ঠিক, দরকার। আমার প্রিয়তমা স্ত্রী মেরিলিন তার হাতের সব টাকাই বোকার মতো দোকানে উড়িয়ে দেয়, যদিও তার ধারণা টাকা পয়সাকে জিনিসে রূপান্তরিত করে সে আসলে টাকা জমানোর মতোই কাজ করছে, কারণ জিনিসগুলো তো বাসায় জমছে, এই ব্যাপারটা আমাকে টাকাপয়সার ঘোর বিরোধী হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে বৈ কি, আর, অন্যদিকে গটলিব জুনিয়রের বয়স মাত্র ছয় মাস, যার এখনো অর্থের অপ্রয়োজনীয়তা বুঝে উঠার বয়স হয়নি—তবুও স্বীকার করছি যে, সে আজ পর্যন্ত আমার কাছে টাকা চায়নি।'

www.banglainternet.com

সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল কথা শেষ করে, আমিও ফেললাম, অর্থাভাব হলে যে, স্ত্রী ও সন্তানরা আর আগের মতো ভদ্র হাসিখুশি থাকে না তা আমি জানি। আর সে জন্যই আমি এখনো বিয়ে করিনি, যদিও আমার উপস্থিতির মোহনীয়তায় বিভোর হয়ে অনেক সুন্দরী মেয়েই আমার পেছনে পেছনে ঘুরেছে।

গটলিব বলল, 'আমার স্বপ্ন ঔপন্যাসিক হওয়া, মানব আত্মার গভীরের কথা লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরা, এই ক্ষয়িষ্ণু মানবসমাজের চোখে আঙুল দিয়ে দেখান, ক্লাসিক সাহিত্যের ইতিহাসে নিজের নাম বড় বড় অক্ষরে লেখা, এবং যুগ যুগ ধরে শেক্সপীয়ার, এলিসন প্রভৃতি বিখ্যাত লোকের সাথে আমার নামটিও উচ্চারণ করানোর ব্যবস্থা করা।'

ইতোমধ্যে আমাদের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। এবার খাবার বিল আসার পালা, আমি অন্যদিকে মনোযোগ দিতে লাগলাম যেন বিল দেওয়ার ব্যাপারে আমার কোনো দায় দায়িত্ব নেই, ওয়েটার বিল নিয়ে এসে আন্দাজ করে গটলিবের হাতেই দিল।'

আমি হাফ ছেড়ে বাঁচলাম এবং বললাম, 'আমি তোমাকে তোমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বুঝিয়ে বলছি। কিছুদিন আগে এক খ্যাতিসম্পন্ন সংবাদপত্রে আমি পড়েছি যে, পুরো যুক্তরাষ্ট্রে পঁয়ত্রিশ হাজার এমন ঔপন্যাসিক আছে যাদের বই বাজারে ছাপা হয়। এদের মধ্যে মাত্র সাতশো' জন খরচ চালানোর মতো অর্থলাভ করে। এবং, এদের মধ্যে পঞ্চাশজন—শুধুমাত্র পঞ্চাশজন বড়লোক হতে পেরেছে—'

'এসব কিছুই না', আমার কথা প্রায় উড়িয়ে দিল গটলিব, 'অর্থলাভ করা না করা আমার কাছে বড় নয়, লেখনীর মাধ্যমে আমি যুগ যুগ ধরে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে বেঁচে থাকব। এজন্য যদি মেরিলিনকে কোনো চাকরি করে সংসার চালাতে হয়, তবে সেটা আমি হাসিমুখেই মেনে নেব। আমার লেখা পূর্ণ গতিতে এগিয়ে চলবে। শুধুমাত্র...' এতটুকু বলে হঠাৎ থেমে গেল গটলিব।

'শুধুমাত্র ?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'বলি তাহলে', বলে চলল সে, 'আমার লেখার পথে একটি বাঁধা আছে। কত লেখা আমার মাথায় ঘুরছে কিন্তু লিখতে বসলে কিছুতেই আর সেগুলোকে শব্দে সাজিয়ে তুলতে পারি না।'

'তুমি নিশ্চয়ই ভালো মতো চেষ্টা করছ না।'

www.banglainternet.com

'করছি না মানে ? শত শত পৃষ্ঠা আমার কাছে রয়েছে যেগুলোর প্রতিটিতে আমার কোনো না কোনো উপন্যাসের প্রথম প্যারাগ্রাফটি লেখা রয়েছে। তারপর আর নেই। শত শত উপন্যাসের শত শত প্রথম প্যারাগ্রাফ। দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফটিই হচ্ছে মূল বাধা।'

হঠাৎ আমার মাথায় দারুণ এক বুদ্ধি এল। কিন্তু, আমি তাতে অবাক হলাম না। কারণ, দারুণ দারুণ বুদ্ধি সব সময়েই আমার মাথায় ঘুরে বেড়ায়।

'গটলিব', বললাম আমি 'আমি তোমার সমস্যার সমাধান করতে পারি। আমি তোমাকে ঔপন্যাসিক বানাতে পারি। আমি তোমাকে বড়লোক বানাতে পারি।'

আমার দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে বলল, 'তুমি পার ?'

আমরা টেবিল ছেড়ে উঠলাম এবং বাইরে বের হয়ে এলাম, লক্ষ্য করলাম গটলিব কোনো বখশিশ দেয়নি ওয়েটারকে। কথাটা তাকে মনে করালাম না, যদি সে আবার সেটা আমাকেই দিতে বলে।

'বন্ধু আমার' বললাম আমি, 'দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফের গোপন সমাধান আমার কাছে আছে এবং তার ফলে আমি তোমাকে ধনী ও বিখ্যাত করে তুলতে পারি।'

'হ্যাহ্! গোপন রহস্যটা কী ?'

'গটলিব, কাজের জন্য মানুষ পারিশ্রমিক নিয়ে থাকে।'

'তোমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করছি জর্জ। যদি আমাকে ধনী ও বিখ্যাত ঔপন্যাসিকে পরিণত করতে পার তবে আমার উপার্জনের অর্ধেক তোমাকে দিয়ে দেব।'

আমি বললাম, 'আমি জানি তুমি আদর্শবান লোক এবং কথা দিলে কথা রাখ। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঠাট্টাচ্ছলে হলেও এই কথাটা কি কাগজে লিখে স্বাক্ষর করা যায় না ? এবং ঠাট্টাটাকে আরেকটু গভীর করে আমরা কি পারি না কাগজটাকে দলিলে পরিণত করতে এবং দু'জনের কাছেই তার কপি রাখতে ?'

আমার এক বন্ধু নোটারি পাবলিক এবং টাইপিস্টও। তাকে ধরে আধঘণ্টার মধ্যেই দলিল বানিয়ে ফেললাম।

আমার কপিটা সাবধানে আমার ওয়ালেটে রাখলাম এবং বললাম, 'এখনি গোপন রহস্যটা তোমাকে বলা যাচ্ছে না, কিন্তু সব ব্যবস্থা করা মাত্র তোমাকে জানাব। তখন তুমি উপন্যাস লিখতে শুরু করবে এবং

www.banglainternet.com

দেখবে যে দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফে আর কোনো সমস্যা হচ্ছে না। প্রকাশক কর্তৃক অগ্রিম যখন পরে তখন থেকেই কিন্তু আমার পাওনা শুরু হবে।'

'তুমি যা বলছ তাতে তোমার নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছে কি না কে জানে?' বলল গটলিব।

সেদিনই পরে আমি আমার দুই সেন্টিমিটার লম্বা পোষা ভূত অ্যাজাজেলকে ডেকে আনলাম। সে তার জগতের অতি সাধারণ একটা ভূত, তাই, আমার টুকটাক কাজ করে দিয়ে সে নিজেকে কিছুটা হলেও গুরুত্বপূর্ণ ভেবে আনন্দ পেত। এই অ্যাজাজেল কিন্তু কখনো আমাকে সরাসরি ধন সম্পদ দিতে রাজি হয়নি, কারণ, তার ধারণা এ রকম করলে তার ভৌতিক ক্ষমতাটা অনেকটা কমার্শিয়াল রূপ নেবে, যদিও আমি তাকে অনেক বুঝিয়েছি যে, সেই সম্পদ আমি শুধুমাত্র মানবজাতির কল্যাণেই ব্যবহার করব, আমার এ কথা শুনলে অ্যাজাজেল কেমন যেন একটা ভাব ও শব্দ করে যেন সে ঠিক বিশ্বাস করছে না। গটলিবের সাথে আমার চুক্তিটা আর অ্যাজাজেলকে বললাম না, আমি বড়লোক হব গটলিবের দ্বারা, সরাসরি অ্যাজাজেল তো আমাকে আর ধনী করছে না।

অবশ্য অ্যাজাজেল খুব বিরক্ত হয়ে ছিল, কারণ, তার ভূত জগতে সে তখন কোনো একটা গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিল, সেখান থেকে তাকে চলে আসতে হয়েছে আমার ডাকে।

আমি বোঝালাম, 'আমার কাজটা করে দিয়ে চোখের নিমেষেই তুমি আবার তোমার আগের জায়গায়, আগের সময়ে ফিরে যেতে পার, কেউ খেয়ালই করবে না যে তুমি অন্য কোথাও গিয়েছিলে।'

বিরক্ত স্বরে কিছুক্ষণ বিড়বিড় করলেও অবশেষে সে স্বীকার করল যে আমি ঠিকই বলেছি।

'তা কী চাও তুমি?' বলল সে।

আমি ব্যাখ্যা সহকারে সবকিছু বুঝিয়ে বললাম তাকে। অবশেষে এই বলে শেষ করলাম যে, 'সে সাহিত্য জগতে অমর ও বিখ্যাত হয়ে থাকতে চায়। এটুকুই সে চায়, খ্যাতির সাথে সাথে যে অর্থ সমাগম হয় তাও সে নিতে চাচ্ছে, কারণ সেটা হবে তার খ্যাতির একটি প্রমাণ। যদিও, এমনিতে অর্থের প্রতি তার কোনো লোভ নেই।'

অ্যাজাজেল জানাল তার জগতেও এমন কিছু ভূত আছে যারা খ্যাতি চায় কিন্তু, তার সাথে আসা অর্থগুলোও অনায়াসে হজম করে।

আমি হেসে উঠলাম, 'এসব পার্থিব স্বভাব থেকে আমরা দু'জনেই অনেক উর্ধ্বে, কী বল?'

www.banglainternet.com

অ্যাজাজেলকে আমি গটলিবের অফিসের অবস্থান এবং গটলিবের চেহারার বর্ণনা বুঝিয়ে দিলাম। অ্যাজাজেল তাকে খুঁজে বের করল এবং তার মস্তিষ্কের ভেতরটা ভালো মতো পর্যবেক্ষণ করে আমাকে এসে জানাল, 'একটা আজব মস্তিষ্ক, নানা হযবরল-এ ঠাসা, কিন্তু ভঙ্গুর। বাক্য গঠন ও লেখার সার্কিটটিতে একটা গিট লেগে আছে। এটাই তার সমস্যার কারণ। তবে আমি এই গিটটা খুলে দিতে পারি কিন্তু এর ফলে তার মানসিক ভারসাম্য নষ্টও হতে পারে। তবে মনে হয় সে রকম কিছু হবে না, কারণ আমি অত্যন্ত দক্ষ। তা সত্ত্বেও দুর্ঘটনা যখন তখন ঘটতেই পারে। তোমার কি মনে হয় সে এই ঝুঁকিটা নিতে রাজি হবে?'

'ওহ্, নিঃসন্দেহে!' বললাম আমি, 'সে খ্যাতির জন্য দৃঢ়বদ্ধ এবং তার শিল্প দ্বারা মানব জাতিকে মোহিত করার জন্য লালায়িত। এই ঝুঁকি নিতে সে কোনোরকম দ্বিধাদ্বন্দ্বেই ভুগবে না।'

'হ্যাঁ, কিন্তু, তুমি তার বিশ্বস্ত বন্ধু। সে তো খ্যাতির মোহে অন্ধ হয়ে পড়েছে, কিন্তু তোমার চোখ তো খোলা। এই ঝুঁকি নেয়ার ব্যাপারে তোমার মতামত কী?'

'তাকে সুখী করাই আমার একমাত্র লক্ষ্য। এগিয়ে যাও আর যা প্রয়োজন পড়ে, করো। যদি কোনো উল্টাপাল্টা হয়েই যায় সেক্ষেত্রে সান্ত্বনা এই যে, আমাদের উদ্দেশ্য ছিল সৎ।'

কোনো কিছু উল্টাপাল্টা না হলে গটলিবের উপার্জনের অর্ধেক যে আমার ভাগ্যে আসবে তা আর উল্লেখ করলাম না। অ্যাজাজেল ঝুঁকির কথা ভেবে গড়িমসি করতে থাকলেও অবশেষে রাজি হল এবং তার কাজ করে দিল। এই ঘটনার প্রায় সপ্তাহখানেক পর আমি গটলিব জোনসকে খুঁজে বের করলাম। এক সপ্তাহ ইচ্ছে করেই আমি অপেক্ষা করেছি। কারণ, মস্তিষ্কের নতুন অবস্থার সাথে খাপখাওয়াতে তার কিছুটা সময় নিশ্চয় দরকার। তাছাড়াও, যদি তার মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়েই যায় তবে সে খবর সপ্তাহখানেকের ভেতর জানতে পারব বলে ভেবেছিলাম। সেক্ষেত্রে, তার সাথে দেখা করা হতো অপ্রয়োজনীয়।

তার মধ্যে কোনো অস্বাভাবিকত্ব দেখলাম না বরং তাকে বেশ স্বাভাবিক-ই মনে হল। সে তার অফিস বিল্ডিং থেকে বের হয়ে আসছিল।

'গটলিব', বললাম, 'তোমাকে দেখে খুব ভালো লাগছে। তোমাকে অনেক সুন্দর লাগছে। তা তুমি কি ইতোমধ্যে কোনো উপন্যাস লেখা শুরু করেছ?'

www.banglainternet.com

'না, শুরু করিনি।' বলে থামল সে, যেন কিছু একটা মনে পড়েছে এমন ভেবে সে বলে উঠল, 'কেন ? তুমি কি দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফ বিষয়ক সমস্যার গোপন রহস্য আমাকে বলার জন্য তৈরি ?'

আমি বললাম, 'সব ব্যবস্থা করা হয়েছে, প্রিয় বন্ধু আমার। ব্যাখ্যা করে আর বলার কিছু নেই। তুমি বাসায় গিয়ে শুধু লিখতে বসে যাও তোমার টাইপ রাইটার নিয়ে, দেখতে পাবে যে গড়গড় করে লেখা এগোচ্ছে। তোমার লেখার আর কোনো সমস্যা থাকবে না এবং খুব সহজেই উপন্যাস লিখে ফেলতে পারে। দুটো অধ্যায় লিখে কোনো প্রকাশককে দেখালেই হল, বাকি অংশটির কথা ভেবে উৎফুল্ল হয়ে চিৎকার দিয়ে তোমার হাতে যে কোনো প্রকাশক বিরাট অংকের চেক ধরিয়ে দিবে, যার অর্ধেক আমার।'

'ওহ্' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে অবিশ্বাসের শব্দ করল গটলিব।

'আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি। আসলে তো আমি অনুভব করি যে তোমার বর্তমান কাজে চাকরিটা ছেড়ে দেয়া তোমার জন্য ভালো হবে, কারণ, তাহলে তোমার উপন্যাস লেখার জন্য আর কোনো ধরনের বাধা থাকবে না।'

'তুমি বলছ আমাকে চাকরিটা ছেড়ে দিতে ?'

'অবশ্যই!'

'আমি তা পারব না।'

'অবশ্যই তুমি পারবে। এইসব অসম্মানজনক পদ এবং কমার্শিয়াল ভণ্ডামির দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়াও।'

'আমি তো বলছি তা আর সম্ভব নয়। কারণ আমাকে চাকরি থেকে বের করে দেয়া হয়েছে।'

'চাকরি থেকে বের করে দেয়া হয়েছে ?'

'হ্যাঁ।'

আমরা ধীরে ধীরে দু'জনে এগোতে লাগলাম সেই রেস্টুরেন্টের উদ্দেশে যেখানে সব সময় আমরা খাই। বললাম— 'কী হয়েছিল ?'

সে বলল, 'একটা রুম-ফ্রেশনার নিয়ে বিজ্ঞাপনবাণী লিখছিলাম। লেখার কথা ছিল 'দুর্গন্ধ দূর করে', কিন্তু হঠাৎ আমার মধ্যে সাহিত্যের জোয়ার এল এবং আমি তা পরিবর্তন করে লিখলাম 'মানব বর্জ্য জাতীয় পদার্থের গন্ধের বিরোধিতা করুন এর সাহায্যে'। এর নিচে আরো লিখলাম 'প্রচণ্ড বাজে গন্ধের গলা টিপে ধরুন।' কাজ শেষ করে তা

www.banglainternet.com

জায়গামতো পাঠিয়েও দিলাম। তারপর বস-এর কাছে পাঠালাম মেমো। কিছুক্ষণের মধ্যেই ডাক পড়ল আমার বস-এর ঘরে। জনসাধারণের রুমে বর্জ্য জাতীয় পদার্থ বা প্রচণ্ড বাজে গন্ধ থাকে কি না বা এমন আমি লিখলাম কিভাবে তা মনে করে তিনি হৈচৈ করে উঠলেন এবং আমাকে তৎক্ষণাৎ চাকরিচ্যুত করলেন।' এ পর্যন্ত বলে সে আমার দিকে যথেষ্ট রাগত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'আমার মনে হয় তুমি বলবে যে এসব তোমার কীর্তি।'

আমি বললাম 'অবশ্যই তাই। তোমার অবচেতন মনের কথা তুমি শুনেছ। গটলিব, বন্ধু আমার, ঘরে যাও। তোমার উপন্যাস লেখ এবং অ্যাডভান্স হিসেবে কমপক্ষে এক লক্ষ ডলারের চেক প্রকাশকের কাছ থেকে বুঝে নিও।'

'তুমি পাগল।' বলল সে।

আমি বললাম, 'আমি নিশ্চিত করেই বলছি। এবং এর প্রমাণ হিসেবে আমি আজ আমাদের এই লাঞ্চের বিল দেব।'

'তুমি পাগল,' বলে সে আমাকে আসলেই বিল দেয়ার জন্য সেখানে রেখে চলে গেল।

পরদিন তাকে ফোন করলাম। এমনিতে এত তাড়াহুড়ো আমি করতাম না। কারণ, তাকে লেখার জন্য সময় দিতাম। কিন্তু, দলিল অনুযায়ী প্রাপ্য ডলার ছাড়াও গতকাল রেস্টুরেন্টে আমার খরচ গিয়েছে এগার ডলার, তার সাথে বখশিশ। কাজেই ফোন করতেই হল তার লেখার খবর জানার জন্য।

'গটলিব', আমি বললাম 'তোমার উপন্যাস লেখা কেমন চলছে?'

'ভালো', বলল সে অন্যমনস্কভাবে, 'কোনো সমস্যা নেই। বিশ পৃষ্ঠা লিখে ফেলেছি এবং লেখাটাও খুব ভালো হয়েছে।'

সে অন্যমনস্কই রয়ে গেল। আমি বললাম, 'তুমি আনন্দে লাফাচ্ছ না কেন?'

'উপন্যাস নিয়ে? পাগলামি করো না। ফেইনবার্গ, সাল্টজবার্গ এবং রোজনবার্গ থেকে আমাকে আবার ডেকে পাঠিয়েছে।'

'তোমার এ্যাডভার্টাইজিং— তোমার ভূতপূর্ব এ্যাডভার্টাইজিং ফার্ম?'

'হ্যাঁ, তাদের সবাই নয় অবশ্যই। শুধুমাত্র মিস্টার ফেইনবার্গ। তিনি আমাকে চাকরিতে পুনরায় ফেরত চান।'

www.banglainternet.com

'আমি জানি তুমি নিশ্চয়ই তাকে বুঝিয়ে বলেছ যে তুমি তোমার বর্তমান কাজে কতদূর—' কিন্তু, গটলিব আমার কথায় বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'বস্তুত, আমার লেখা রুম-ফ্রেশনারের বিজ্ঞাপনবাণীটি খুবই সাড়া ফেলে দিয়েছে, তা প্রচণ্ড খ্যাতিসম্পন্ন হয়ে উঠেছে। তখন এই কোম্পানি এক বিরাট ক্যাম্পেইন করতে চাচ্ছে কাগজ ও টিভিতে প্রচুর বিজ্ঞাপন প্রচারের মাধ্যমে এবং আমাকেই ওই ক্যাম্পেইনের অর্গানাইজার হিসেবে চাচ্ছে কাগজ ও টিভির কর্তৃপক্ষরা। তারা বলছে আমি সততা ও কঠোরতার সাথে ওই বিজ্ঞাপনবাণীটি লিখেছি, যা কি না এই আশির দশকের মানুষের জন্য খুবই মানানসই হয়েছে। এখন তারা আমাকে দিয়ে প্রচুর বিজ্ঞাপনবাণী লেখাতে চায়। স্বাভাবিকভাবেই আমি বলেছি যে আমি তাদের প্রস্তাব চিন্তা করে দেখব।'

'তুমি ভুল করছ, গটলিব।'

'আমি আমার বেতন বাড়ানোর জন্য তাদের বাধ্য করতে পারব, যথেষ্ট পরিমাণেই বাড়ানোর জন্য। ফেইনবার্গ আমাকে লাথি মেরে চাকরি থেকে বের করে দেয়ার আগে যে সব আজেবাজে কথা শুনিয়েছিল তা আমি ভুলিনি।'

'অর্থ হচ্ছে আবর্জনা, গটলিব।'

'অবশ্যই, জর্জ, কিন্তু আমি দেখতে চাই কতটুকু পরিমাণ আবর্জনা এই অর্থ।'

আমি খুব চিন্তিত হলাম না। গটলিবের পক্ষে এখন যে কোনো সময় উপন্যাস লেখা কত সহজ। শুধু সময়ের অপেক্ষা মাত্র, যা হবার স্বাভাবিক ভাবেই হবে।

কিন্তু গটলিব উপন্যাস বাদ দিয়ে একটার পর একটা বিজ্ঞাপনবাণী লিখে যেতে লাগল আর প্রত্যেকটিই প্রচণ্ড জনপ্রিয় হতে লাগল। আমি হঠাৎ বুঝতে পারলাম এর কারণ। অ্যাজাজেল গটলিবের মস্তিষ্কে এমন ব্যবস্থা করে দিয়েছে যাতে সে জনগণকে খুশি করার মতো লেখা লিখতে পারে। কিন্তু, যেহেতু অ্যাজাজেল খুব ছোট এবং ভূত জগতে খুবই অপাংক্তেয়, তাই উপন্যাস জিনিসটা কী যে হয় তো জানেই না। ফলে, উপন্যাস লেখার ক্ষমতা সে গটলিবকে দেয়নি।

কিন্তু তাতেই বা কি?

আমি গটলিবের বাসায় গেলাম। আমাকে দেখে যে গটলিব খুব খুশি হয়েছে তা বলা যাচ্ছিল না। কিন্তু সে আমাকে ডিনার খাওয়ার আমন্ত্রণ জানাল, তার পাশাপাশি আমার কোলে বেশ কিছুক্ষণের জন্য গটলিব

www.banglainternet.com

জুনিয়রকে বসিয়ে রেখে গেল যা ছিল আমার জন্য খুবই আতঙ্কজনক অভিজ্ঞতা।

পরে শুধু আমরা দু'জন যখন তার ডাইনিং রুম-এ এসে ছিলাম, আমি বললাম, 'কি পরিমাণ আবর্জনা তুমি জমাচ্ছ, গটলিব ?'

সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এটাকে আবর্জনা বল না, জর্জ। এভাবে বলাটা অসম্মানের। বছরে পঞ্চাশ হাজার হয়তো আবর্জনা হতে পারে কিন্তু, বছরে এক লাখ ডলার এবং তার সাথে আরো বাড়তি উপার্জন মিলিয়ে তৈরি হয় অর্থনৈতিক স্ট্যাটাস। আরো কথা হচ্ছে এই যে, আমি শীঘ্র আমার নিজের ফার্ম খুলব এবং কোটিপতিতে পরিণত হব। এক সময় অর্থ পরিণত হয় ক্ষমতায়। সেই ক্ষমতা দিয়ে আমি ফেইনবার্গকে ব্যবসা থেকে বের করে দেব। আমার সাথে অভদ্র ভাষায় কথা বলার শাস্তি হবে এটা তার জন্য।'

আমি বললাম, 'তাহলে তুমি ধনী হয়ে গেছ।'

'এবং আরো ধনী হওয়ার চেষ্টা করছি।'

'সেক্ষেত্রে, গটলিব, আমি কি তোমাকে মনে করিয়ে দিতে পারি যে, আমি তোমাকে ধনী করে দেবার কথা দেওয়ার পর এবং তুমিও আমাকে তোমার উপার্জনের অর্ধেক দান করার ওয়াদা করার পর, তুমি ধনী হয়েছ?'

গটলিব ভুরু কুঁচকে বলল, 'এমন হয়েছিল নাকি ?'

'কেন না ? অবশ্যই, আমি স্বীকার করছি যে এসব ছোটখাট কথাবার্তা মানুষ ভুলে যেতেই পারে, কিন্তু সৌভাগ্যবশত আমি এটা লিখিত রেখেছিলাম— আমার কাজের মূল্য পাওয়ার উদ্দেশে— তোমার স্বাক্ষরিত— দলিলিকৃত, যা যা দরকার সে সবই বারে রেখেছিলাম। এবং, সেই দলিলের একটা ফটোকপি আমার কাছে আছে।'

'আমি কি সেটা দেখতে পারি তাহলে ?'

'অবশ্যই, তবে আমি কি জানেত পারি যে, এটা হচ্ছে একটা ফটোকপি মাত্র। যদি খুব কাছ থেকে পরীক্ষা করার আগ্রহে মূল দলিলটি আমার কাছে রয়ে যাবে।'

'বুদ্ধিদীপ্ত কাজ, জর্জ, কিন্তু ভয় পেও না। যদি তোমার কথা সত্যি হয়, তবে তোমার সামান্যতম পাওনাও বাকি রাখা হবে না। আমি আদর্শবান মানুষ এবং ওয়াদার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করি।'

www.banglainternet.com

আমি তাকে ফটোকপিটা দিলাম এবং সে খুব মনোযোগ দিয়ে তা পরীক্ষা করল, 'ও হ্যাঁ,' বলল সে, 'আমার মনে পড়েছে, অবশ্যই। এখানে শুধু ছোট একটি ব্যাপার রয়ে গিয়েছে—'

'কী ?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'এই দলিলে লেখা আছে ঔপন্যাসিক হিসেবে আমার উপার্জনের ব্যাপারে। আমি ঔপন্যাসিক নই, জর্জ।'

'তুমি তা হতে চেয়েছিলে এবং যখন তখন তা হতে পারবে যদি তোমার টাইপরাইটার নিয়ে বস।'

'কিন্তু আমি আর তা চাই না, জর্জ এবং টাইপরাইটার নিয়ে বসতেও চাই না।'

'কিন্তু উৎকৃষ্ট উপন্যাস মানে অমর সুখ্যাতি। বোকার মতো বিজ্ঞাপনের স্লোগান লিখে তুমি কী পাবে ?'

'প্রচুর অর্থ, জর্জ, তার সাথে এক বিরাট ফার্ম যা হবে আমার নিজের, সেই ফার্মে আমি অসংখ্য হতভাগ্য বিজ্ঞাপনবাণী লেখকদের চাকরি দিয়ে তাদের জীবনগুলোকে আমার হাতের মুঠোয় এনে রাখব।'

আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। বললাম 'তোমার জন্য এত কিছু করার পরও, তুমি আমাকে সামান্য একটা পয়সা দিতেও রাজি হচ্ছ না, শুধুমাত্র আমাদের দলিলে লেখা সামান্য একটা শব্দের কারণে ?'

'দলিলে যা লেখা আছে তাই মানছি আমি। আমি আদর্শবান মানুষ।'

গটলিব তার কথায় অনড় বসে থাকল এবং আমি বুঝতে পারলাম, রেস্টুরেন্টে আমার খরচ করা সেই এগারো ডলারের ব্যাপারটা না তোলাই ভালো। আর ওয়েটারকে দেয়া বখশিশটার কথা তো বাদই দিলাম।'

জর্জের গল্প শেষ হল এবং সে খুব তড়িঘড়ি খাওয়া শেষ করে উঠে চলে গেল। আমি তাকে আর তার অংশের বিল পরিশোধ করার কথা বলতে পারলাম না। তার এইসব সযত্ন হিসাব নিকাশগুলোকে রীতিমতো শ্রদ্ধা করলাম আমি। অবশেষে ওয়েটারকে বখশিশও দিয়ে আসলাম কষ্টে সৃষ্টে।

অনুবাদ : শাহরীয়ার শরীফ

www.banglainternet.com